সৃজনশীল বাংলাদেশ

জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটি

গঠনতন্ত্র

ধারা: ০১ (সংগঠনের নাম ও লোগো)

বাংলায় ঃ জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটি (জেলার নাম)
ইংরেজীতে ঃ District Shilpakala Academy Film Soceity (District Name)
লোগো ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী'র লোগো।

ধারা: ০২ (সংগঠনের কার্যালয়)

প্রধান কার্যালয় ঃ বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী, সেগুনবাগিচা, রমনা ঢাকা-১০০০।
আঞ্চলিক অফিস ঃ জেলা শিল্পকলা একাডেমী (জেলার নাম)।

ধারা: ০৩ (সংগঠনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য)

জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটি বিভিন্ন লক্ষ্যে কাজ করবে, যেমন- চলচ্চিত্র প্রশিক্ষণ, চলচ্চিত্র নির্মাণ, চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও উৎসব এবং সুষ্ঠু চলচ্চিত্র আন্দোলন ইত্যাদি। সংগঠনের লক্ষ্য হবে চলচ্চিত্রশিল্পকে শক্তিশালীকরণ এবং বিস্তৃতকরণ। সামগ্রিকভাবে দেশীয় চলচ্চিত্র-সংস্কৃতিকে বাঙালি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং মহান মুক্তিযুদ্ধের অঙ্গিকারের আলোকে গড়ে তোলা এবং এর বিরুদ্ধতাকে প্রতিরোধ করাসহ দেশীয় চলচ্চিত্রকে আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র মাধ্যমের সাথে মেলবন্ধনের মধ্য দিয়ে দেশীয় চলচ্চিত্রের আন্তর্জাতিকতা অর্জন করা।

ধারা: ০৪ (সংগঠনের কার্যাবলি)

১. **সংগঠিতকরণ:**
চলচ্চিত্র বিষয়ে সৃজনশীল চিন্তাকে অগ্রসর করার জন্য সংগঠিত মানুষের প্রয়োজন কেননা, একদল চলচ্চিত্র বিষয়ক সৃজনচিন্তাশীল মানুষই, চলচ্চিত্রের সৃজনশীল ধারাকে সমৃদ্ধ করতে পারে।

২. **চলচ্চিত্র বিষয়ক পাঠচক্র:**
চলচ্চিত্র বিষয়ে ব্যাপক পঠন-পাঠনের জন্য সংগঠন নিয়মিত নির্ধারিত বিষয়ে পাঠচক্র পরিচালনা করবে।

৩. **চলচ্চিত্র প্রদর্শন ও চলচ্চিত্র উৎসব:**
সংগঠন নিয়মিতভাবে সৃজনশীল চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করবে। নির্দিষ্ট সময় অন্তর সংগঠন উন্মুক্ত অথবা বিষয়ভিত্তিক চলচ্চিত্র উৎসব বা অধিবেশনের আয়োজন করবে।

৪. **আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবের আয়োজন:**
সময় সময় প্রতিযোগিতামূলক বা অংশগ্রহণমূলক আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসব আয়োজন করা যেতে পারে।

৫. **প্রকাশনা:**
প্রকাশনা কার্যক্রম পরিচালনার মাধ্যমে চলচ্চিত্র বিষয়ক বই প্রকাশ, বিক্রয় এবং সংশ্লিষ্ট কার্যক্রম পরিচালনা করা যেতে পারে।

৬. **চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি:**
সংগঠন চলচ্চিত্র বিষয়ক প্রশিক্ষণ কর্মসূচি পরিচালনা করবে। চলচ্চিত্র বিষয়ক কর্মসূচিকে যতদূর সম্ভব উপজেলা পর্যন্ত বিস্তৃত করবে।

৭. **চলচ্চিত্র প্রযোজনা কার্যক্রম:**
চলচ্চিত্রের সৃজনশীল ধারাকে সমৃদ্ধ করার জন্য সদস্যদের মধ্যে কোনো সদস্য যদি নিজস্ব উদ্যোগে চলচ্চিত্র নির্মাণে এগিয়ে আসে, সংগঠন তার উদ্যোগকে যাচাইয়ের মধ্যদিয়ে সার্বিক সহযোগিতা প্রদান করবে।

ধারা: ০৫ (সংগঠনের সদস্যপদ)

বাংলাদেশের নাগরিক যার বয়স ১৮ এবং যিনি সংগঠনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়নে আগ্রহী তিনি সাধারণ সদস্য হওয়ার জন্য বিবেচিত হবেন। একজন সদস্য দ্বারা পরিচিত হয়ে সংগঠনের নিজস্ব আবেদনপত্রে আবেদন করবেন। সংগঠনের সদস্যপদের জন্য আবেদনপত্র গ্রহণ বা নাকচ করার চূড়ান্ত ক্ষমতা নির্বাহী পর্ষদের থাকবে।

চলমান পাতা- ২

ধারা: ০৬ (সদস্যপদ বাতিল এবং স্থগিত)

কোনো সদস্যের আচরণে সংগঠনের মর্যাদা বা স্বার্থহানিকর, সংগঠনের সামগ্রিক স্বার্থের পরিপন্থি কোনো কাজে জড়িত হওয়া অথবা ইচ্ছাকৃতভাবে সংগঠনের বিধানসমূহ পালন করতে অস্বীকৃতি জানালে বা সংগঠনের অপর কোনো সদস্যের জন্য মানহানিকর কর্মকান্ডে জড়িত থাকলে এবং তা প্রমাণিত হলে নির্বাহী পর্ষদ সেই সদস্যের সদস্যপদ স্থগিত বা বাতিল করতে পারবে।

ধারা: ০৭ (সাংগঠনিক কাঠামো)

সংগঠনটি ০৩ (তিন) টি পর্ষদ কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত হবে।

ক) সাধারণ পর্ষদ খ) নির্বাহী পর্ষদ গ) উপদেষ্টা পর্ষদ

ক) সাধারণ পর্ষদ:

- ❖ সংগঠনের সাধারণ সদস্যরাই সাধারণ পর্ষদের সদস্য বলে বিবেচিত হবেন।
- ❖ সংগঠনের নির্বাহী পর্ষদ কর্তৃক গৃহীত সিদ্ধান্তসমূহ অনুমোদন করার চূড়ান্ত ক্ষমতা সাধারণ পর্ষদের থাকবে।
- ❖ সাধারণ পর্ষদের সদস্যবৃন্দ নির্বাচন বা সকলের সিদ্ধান্তক্রমে সিলেকশনের মাধ্যমে নির্বাহী পর্ষদ গঠন করবেন।
- ❖ প্রতি বৎসর কমপক্ষে ১ (এক) বার সাধারণ পর্ষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হতে হবে।
- ❖ সাধারণ পর্ষদ সংগঠনের বার্ষিক প্রতিবেদন অনুমোদন করবেন।

খ) নির্বাহী পর্ষদ:

- ❖ নির্বাহী পর্ষদ সাধারণ সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবে।
- ❖ নির্বাহী পর্ষদের কার্যকাল ৩ (তিন) বছর মেয়াদী হবে এবং প্রতি ৩ (তিন) বছর পর পর নতুন করে নির্বাহী পর্ষদ গঠিত হবে।
- ❖ নির্বাহী পর্ষদের প্রধান দায়িত্ব ও কর্তব্য হবে সংগঠনের মূল লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য বাস্তবায়ন করা।
- ❖ নির্বাহী পর্ষদের সদস্য সংখ্যা ৯ (নয়) জন হবে।
- ❖ প্রতি দুই মাসে ১ (এক)টি করে কিংবা বছরে কমপক্ষে ৫ (পাঁচ) বার নির্বাহী পর্ষদের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হবে।

নির্বাহী পর্ষদের রূপরেখা:

১)	মূখ্য সম্পাদক	১ জন
২)	সমন্বয়কারী	১ জন
৩)	সদস্য	৭ জন

মূখ্য সম্পাদকের দায়িত্ব

সংগঠনের মূখ্য সম্পাদক সংগঠনের গঠনতান্ত্রিক এবং নির্বাহী প্রধান। স্থানীয় একজন বিশিষ্ট চলচ্চিত্র ব্যক্তিত্ব বা সংস্কৃতি ব্যক্তিত্ব মূখ্য সম্পাদক হবেন। তিনি সংগঠনের লক্ষ্য এবং উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের প্রধান দায়িত্বপ্রাপ্ত এবং অঙ্গিকারকারী ব্যক্তি।

সমন্বয়কারীর দায়িত্ব

পদাধিকার বলে সমন্বয়কারী হবেন জেলা কালচারাল অফিসার। মূখ্য সম্পাদকের সাথে পরামর্শক্রমে নির্বাহী পর্ষদের সভা ও সাধারণ সভা আহ্বান করবেন। সভার সকল প্রস্তাবনা নথিভূক্ত করবেন ও সেগুলো কার্যকর করার যাবতীয় কর্মসূচি প্রণয়ন করবেন এবং সংগঠনের অর্থ সংক্রান্ত হিসাব তত্ত্বাবধান করবেন।

সদস্যদের দায়িত্ব

সংগঠনের সকল কাজে অংশগ্রহণ ও সুষ্ঠুভাবে পরিচালনার কাজে সহযোগিতা করবেন।

গ) উপদেষ্টা পর্ষদ:

উপদেষ্টা পরিষদের সদস্য সংখ্যা থাকবে ৫ (পাঁচ) জন। জেলা শিল্পকলা একাডেমীর সভাপতি ও জেলা প্রশাসক এবং সাধারণ সম্পাদক, জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটির পদাধিকার বলে যথাক্রমে উপদেষ্টা ১ ও ২ হবেন। বাকি সদস্য নির্বাহী পর্ষদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক মনোনীত হবেন।

ধারা: ০৮ (সভার কোরাম)

সদস্যদের মধ্যে সংখ্যাগরিষ্ট সদস্যের উপস্থিতিতে নির্বাহী পর্ষদ এবং সাধারণ পর্ষদের সভার কোরাম হবে, সভায় উপস্থিত সদস্যগণের সংখ্যাগরিষ্ট সদস্য সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারবেন।

চলমান পাতা-৩

ধারা: ০৯ (পদত্যাগ ও বহিস্কার)

ক) নির্বাহী পর্ষদের যে-কোন সদস্য পদত্যাগ করতে পারবেন। তবে পদত্যাগপত্র অধিকাংশ সদস্যের সম্মতিতে গৃহিত হতে হবে।

খ) কোনো নির্বাহী পর্ষদের সদস্যের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব উত্থাপিত হলে, তা সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের সম্মতিতে গৃহীত হতে হবে, অন্যথায় আনিত প্রস্তাব বাতিল বলে গণ্য হবে।

ধারা: ১০ (তহবিল)

ক) কেন্দ্রীয় অনুদান।

খ) সদস্য চাঁদা।

গ) কোনো ব্যক্তি, সরকার, স্থানীয় কোনো সংস্থা, বিদেশী ও আন্তর্জাতিক সংস্থার নিকট থেকে মঞ্জুরি বা অনুদানের মাধ্যমে।

ঘ) সংগঠন, সরকারি সংস্থা, বেসরকারী সংস্থা, ব্যাংক, কর্পোরেশন, ট্রাস্ট প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে অনুদান, বিজ্ঞাপন এবং স্পন্সরশীপের মাধ্যমে।

ঙ) সংগঠনের কর্মকান্ডের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত অর্থ হতে।

চ) বিবিধ।

ধারা: ১১ (তহবিল পরিচালনা)

ক) সংগঠনের তহবিল যে কোন একটি ব্যাংকে (সরকারী অথবা বেসরকারী) সংগঠনের নামে চলতি হিসাবে রাখতে হবে।

খ) মূখ্য সম্পাদক এবং সমন্বয়কারীর যৌথ স্বাক্ষরে হিসাব পরিচালিত হবে।

গ) প্রত্যেকটি খরচের হিসাব ও ভাউচারে মূখ্য সম্পাদক ও সমন্বয়কারীর স্বাক্ষর থাকতে হবে এবং সমন্বয়কারী প্রতিটি সাধারণ সভায় অর্থ রিপোর্ট উপস্থাপন করবেন।

ধারা: ১২ (গঠনতন্ত্র সংশোধন)

ক) প্রয়োজনবোধে এই গঠনতন্ত্রের পরিবর্তন, পরিমার্জন, সংযোজন ও সংশোধন করতে পারবে। তবে এই কর্তৃত শুধুমাত্র বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর থাকিবে।

ধারা: ১৩ (তত্ত্বাবধান, সমন্বয় ও প্রতিবেদন)

ক) জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটির কার্যক্রম তত্ত্বাবধান করবেন বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমীর নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের পরিচালক এবং কার্যক্রম বাস্তবায়নের সমন্বয় করবেন নাট্যকলা ও চলচ্চিত্র বিভাগের সহকারী পরিচালক (সিনেমাটোগ্রাফী)।

খ) তত্ত্বাবধায়ক বরাবর জেলা শিল্পকলা একাডেমী ফিল্ম সোসাইটির কার্যক্রমের বাৎসরিক প্রতিবেদন প্রেরণ করতে হবে।

ধারা: ১৪ (অনুমোদন)

অত্র গঠনতন্ত্র খ্রিষ্টীয় ২১ জুন ২০১৫ তারিখে অনুমোদন করা হলো।

লিয়াকত আলী লাকী
মহাপরিচালক
বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী